চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব কর্মকৃতি এবং কৌশল ২০১১-২০১৫

৪.১ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারণশীল এবং কুশলী রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে। সরকারের রাজস্ব নীতি কৌশলের আওতায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজস্ব স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেয়া হলেও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সরকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ করে যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করছে। পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করতে মানব সম্পদ খাতেও অধিক বিনিয়োগ করছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ভিশন-২০২১' অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ অর্জন করার লক্ষ্য নিয়ে বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩০-৩২ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর এ বিনিয়োগ আসতে পারে সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে।

৪.২ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিবেচনায় ২০০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫ অর্থবছরে রাজস্ব- জিডিপি অনুপাত ১০.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৪.১ শতাংশে নির্ধারণের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। একই সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবেলায় ঘোষিত দু'টি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের (আর্থিক ও নীতি সহায়তা আকারে) প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের সার্বিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট সরকারি ব্যয় ১৫.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ব্যয়ের এরূপ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও পরবর্তী বছরসমূহে সরকার বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং তা জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে (২০১৫ অর্থবছরে প্রক্ষেপিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.০ শতাংশ)।

৪.৩ এ অধ্যায়ে সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব খাতে সরকারের কর্মকৃতি (performance) বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সরকারি ব্যয়ের কর্মকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু ২০১১ থেকে ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যবর্তী সময়ে সরকারি ব্যয়ের সম্ভাব্য গতিধারা সম্পর্কেও পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য

২০১০ অর্থবছর হতে বাজেট ভারসাম্যের পরিবর্তনসমূহ

৪.৪ সারণি ৪.১ এ রাজস্ব কাঠামোর প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং ২০১০-১২ মেয়াদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কৌশলের সাথে ২০১১-১৫ মেয়াদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কৌশলের পূর্বাভাসের তুলনা করা হয়েছে। উক্ত সারণী হতে দেখা যায় যে ২০১০-১২ মেয়াদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কৌশলের তুলনায় ২০১১-১৫ মেয়াদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কৌশলে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অধিক হারে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অনুমিতিসমূহ হল - সরকারের সহায়তামূলক নীতির আওতায় কৃষি ও শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান, রপ্তানী আয়ের অধিক প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাম্প্রতিক পূর্বাভাসেও জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় এবং কর-রাজস্ব অনুপাত বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তারল্যের আধিক্য, রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণেই পরবর্তী বছরসমূহে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ যেমন- রপ্তানি, আমদানি, রেমিট্যান্স ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ২০১০-১২ মেয়াদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কৌশলের তুলনায় ২০১১-১৫ মেয়াদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কৌশলে অধিক হারে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি - ৪.১ ঃ রাজস্ব কাঠামোকে প্রভাবিত করার অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ
২০১০-১২ এবং ২০১১-১৫ অর্থবছরের প্রক্ষেপণের তুলনা

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	৬৮৬৭.৩০	৭৬৮১.১	৮৫৯২.৪	-		
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	৬৯০৫.৭০	৭৮০২.৮৮	৮৮৩৪.৩৬	১০০২৯.৬৫	১১৪০৬.৯	১২৯৪১.৬১
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	১১.৭	১১.৯	১১.৯	-		
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	১২.৩	১৩.০	১৩.২	১৩.৫	১৩.৭	১৩.৫
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	৫.৫	৬.০	৬.৫	-		
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	৬.০	৬.৭	৭.২	৭.৬	৮.০	৮.০
রপ্তানী প্রবৃদ্ধি (%)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	১২.৫	১৭.৫	১৮.৫			
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	৮.০	১৫.০	১৬.০	১৬.৫	১৭.০	১৭.২
আমদানী প্রবৃদ্ধি (%)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	১৩.০	১৭.০	১৬.০	-		
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	৬.০	১৬.০	১৭.৫	১৮.০	১৮.৫	১৮.৭
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	১২.৫	১০.০	১০.০	-		
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	১৮.৭	২১.৭	২২.০	২২.০	২২.৫	২৩.০
জিডিপি ডিফ্লেটর (পরিবর্তনের হার %)						
২০১০-১২ অর্থবছরের এমটিবিএস	৫.৮	৫.৫	৫.০	-		
২০১১-১৫ অর্থবছরের এমটিবিএস	৬.০	৫.৯	৫.৬	৫.৫	৫.৩	৫.০

উৎস ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাজেট ভারসাম্যের সারসংক্ষেপ

৪.৫ সারণি ৪.২ এ মোট রাজস্ব আদায়, সরকারের ব্যয় এবং বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত সারণী থেকে সহজেই দেখা যায় যে, পরবর্তী বছরসমূহে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে রাজস্ব আদায় এবং ব্যয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। স্বল্প কর-জিডিপি অনুপাত (প্রায় ১০.৪ শতাংশ) বাংলাদেশের জন্য এখনো একটি উদ্বেগের বিষয় কেননা উক্ত কর-জিডিপি অনুপাত সার্ক দেশসমূহের মধ্যেও অত্যন্ত নিম্ন। এ প্রেক্ষিতে সরকার কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যেই বাস্তবমুখী কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হল মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর আইনের সংস্কার, রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রীম কোর্টে বিশেষ আদালত গঠন, কর অব্যাহতি তালিকা হ্রাস, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু, কর পরিধি উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ ইত্যাদি (৩ নং অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। আশা করা যায় এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পাবে এবং একারণেই ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৪.১ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.২ ঃ বাজেট ভারসাম্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(বিলিয়ন টাকায়)

	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ প্রাক্কলন	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ	২০১২-১৩ প্রক্ষেপণ	২০১৩-১৪ প্রক্ষেপণ	২০১৪-১৫ প্রক্ষেপণ
বাজেট কার্যক্রম							
মোট রাজস্ব	৭৯৪.৬	৭৯৪.৮	৯২৮.৫	১১০৪.৩	১৩১৩.৯	১৫৫১.৩	১৮২৪.৮
কর রাজস্ব	৬৩৯.৬	৬৩৯.৬	৭৫৭.৯	৯০১.১	১০৮৩.২	১২৩৯.০	১.২৭.১
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৫৫.১	১৫৫.৩	১৬৮.১	২০৩.২	২৩০.৭	২৬২.৪	২৯৭.৭
জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট রাজস্ব	১১.৬	১১.৫	১১.৯	১২.৫	১৩.১	১৩.৬	১৪.১

	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ প্রাক্কলন	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ	২০১২-১৩ প্রক্ষেপণ	২০১৩-১৪ প্রক্ষেপণ	২০১৪-১৫ প্রক্ষেপণ
মোট ব্যয়	১১৩৮.২	১১০৫.২	১৩২১.৭	১৫১৯.৫	১৭৪৫.২	২০৩০.৪	২৩৪২.৪
কর্মসূচি বাবদ ব্যয়	৯৫৭.২	৯৪৩.০	১১৩৮.৫	১২৯৪.৬	১৪৯৯.৬	১৭৬১.৯	২০৩৭.২
সুদ পরিশোধ	১৫৮.১	১৪৬.৫	১৪৭.১	২০৩.২	২২০.৭	২৩৯.৫	২৭১.৮
অন্যান্য ব্যয়	২২.৯	১৫.৮	৩৬.১	২১.৭	২৪.৯	২৯.০	৩৩.৫
জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট ব্যয়	১৬.৬	১৬.০	১৬.৯	১৭.২	১৭.৪	১৭.৮	১৮.১
প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্য	-১৮৫.৫	-১৬৩.৯	-২৩৩.২	-২১২.০	-২১০.৬	-২৩৯.৫	-২৪৫.৯
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩৪৩.৬	-৩১০.৪	-৩৯৩.২	-৪১৫.২	-৪৩১.৩	-৪৭৯.১	-৫১৭.৭
জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট বাজেট ঘাটতি	-৫.০	-৪.৫	-৫.০	-৪.৭	-৪.৩	-৪.২	-৪.০
বাজেটের অর্থায়ন	৩৪৩.৬	৩১০.৪	৩৯৩.২	৪১৫.২	৪৩১.৩	৪৭৯.১	৫১৭.৭
বৈদেশিক ঋণ (নীট)	১৩৮.০	১৩৭.১	১৫৬.৪	১৮৬.৪	২০১.৬	২২৯.৩	২৪৭.২
ঋণ	১৩২.২	১৪৪.৯	১৫৯.৭	১৮৫.৫	২০০.৬	২২৮.১	২৪৫.৯
অনুদান	৫১.৩	৩৭.৪	৪৮.১	৫৮.৩	৬৬.২	৭৫.৩	৮৫.৪
ঋণ পরিশোধ (amortization)	৪৫.৪	৪৫.২	৫১.৩	৫৭.৪	৬৫.২	৭১.১	৮৪.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২০৫.৬	১৭৩.৩	২৩৬.৮	২২৮.৮	২২৯.৭	২৪৯.৮	২৭০.৫
ব্যাংক ব্যবস্থা হতে	১৬৭.৬	৮৬.৬	১৫৬.৮	১১৫.৯	১৭০.৫	১৯৩.৯	২২০.১
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে	৩৮.০	৮৬.৬	৮০.০	৬৯.৮	৫৯.২	৫৫.৯	৫০.৫

উৎস ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৪.৬ আন্তর্জাতিক বাজারে সারসহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর দাম দ্রুত কমে যাবার ফলে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় কিছুটা কম ছিল (১৪.৩ শতাংশ)। তবে অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা থেকে বিশ্ব ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেক্ষাপটে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের আমদানীকৃত কিছু কিছু দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে (যেমন - স্বল্প ও মধ্য আয়ের দেশসমূহের জন্য বিশ্ব ব্যাংক প্রণীত পণ্য সামগ্রীর মূল্যসূচক হতে দেখা যায় যে, জানুয়ারী - মার্চ ২০০৯ সময়ের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯ সময়ে জ্বালানী খাতের মূল্যসূচক ১৬৬.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৬.১ শতাংশ হয়েছে এবং কৃষি পণ্যের মূল্যসূচক ১৭৮.৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২১২.৬ শতাংশে উপনীত হয়েছে) ধারণা করা হচ্ছে যে, পরবর্তী বছরসমূহে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে রোডম্যাপ (ভিশন - ২০২১) ঘোষণা করেছে সে অনুসারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ব্যয় বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ সার্বিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। একারণেই ব্যয় প্রক্ষেপণের হার অধিক হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয়ের প্রক্ষেপণ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ১৬.৯ থেকে বৃদ্ধি করে ১৮.১ করা হয়েছে।

৪.৭ ২০০৮ অর্থবছরের পূর্বে বেশ কয়েক বছর যাবৎ বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপি'র ৪.০ শতাংশ, যা সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০৮ অর্থবছরে উপুর্যপরি দুটি বন্যা এবং সাইক্লোন সিডর এর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের ব্যয় বাড়াতে হয়েছে, যার ফলে বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৫.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এবং সার ও জ্বালানী খাতে কম ভর্তুকি প্রদানের কারণে ২০০৯ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি হ্রাস পেয়ে জিডিপি'র ৩.৯ শতাংশে নেমে আসে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে সরকার ব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সচল রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে ২০১০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি করে জিডিপি'র ৫.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০০৯ অর্থবছর অপেক্ষা ১.৬ শতাংশ বেশী। ইতোমধ্যে সরকার 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন - ২০০৯' অনুমোদন করেছে, যার মূল লক্ষ্য হল বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমিত রাখা। এ কারণে পরবর্তী বছরসমূহে বাজেট ঘাটতির প্রক্ষেপণের হার কম হয়েছে (২০১৫ অর্থবছরে ২০১১ অর্থবছরের তুলনায় বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪.০ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে)।

সরকারি ব্যয়

৪.৮ বিভিন্ন সেক্টরের জন্য সরকারের ব্যয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন খাতসমূহ এবং এ সকল সেক্টরের বিপরীতে সম্পদের বন্টন/বরাদ্দ বিষয়ে ৫ নং অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশে প্রধান প্রধান মূলধন ও চলতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের বন্টন এবং রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহ (বেতন ভাতাদি, পণ্য ও সেবা, ভর্তুকি, ট্রান্সফার এবং সুদ পরিশোধ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সরকারি ব্যয় কর্মসূচির সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কেও এ অংশে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের কাঠামো

৪.৯ **সেক্টর অনুসারে ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাসঃ** সেক্টর অনুসারে সরকারি ব্যয়ের উপাদানসমূহ সম্পর্কে ৫ নং অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেক্টরসমূহকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সেক্টরের যে বিভাজন করা হয়েছে তা অর্থ বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত সেক্টরের বিভাজন হতে ভিন্ন। আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান অধ্যায়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত সেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১০ **অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভিত্তিতে ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাসঃ** বাজেট কাঠামোর মধ্যে বৈদেশিক অর্থায়নে গৃহীত এডিপি ব্যয়ের বিষয়টি সমন্বয় করতে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় সরকারি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এডিপি'র আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চলতি ব্যয় নির্বাহ হওয়ায় চলতি ও মূলধন ব্যয়ের মধ্যে সম্পদের বন্টনের সঠিক চিত্র এ মুহূর্তে প্রদান করা সম্ভব নয়।

৪.১১ সারণি ৪.৩ এ সাম্প্রতিক বছরসমূহে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট সরকারি ব্যয়ের গঠন কাঠামো দেখানো হয়েছে যেখানে অনুন্নয়ন (এডিপি বহির্ভূত) খাতের ব্যয় অর্থনৈতিক শ্রেণী অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত প্রবণতাসমূহ লক্ষ্য করা যায় ঃ

সারণি ৪.৩ ঃ সরকারি ব্যয়ের গঠন

(জিডিপি'র শতকরা অংশ)

	২০০৪-০৫ প্রকৃত	২০০৫-০৬ প্রকৃত	২০০৬-০৭ প্রকৃত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত
মোট ব্যয়	১৪.০	১৪.০	১৩.৪	১৫.৯	১৪.৩
এডিপি বহির্ভুত ব্যয়	৯.০	৯.৩	৯.৪	১২.৬	১১.৬
চলতি ব্যয়	৮.৪	৮.৯	৯.২	৯.৬	৯.৯
বেতন ও ভাতা	২.৩	২.৪	২.৭	২.৩	২.২
পণ্য ও সেবা	১.৫	১.৪	১.৩	১.৩	১.৩
সুদ পরিশোধ	১.৭	২.০	২.০	২.৫	২.৫
ভর্তুকি ও ট্রান্সফার	২.৮	২.৮	৩.০	৩.৪	৩.৯
থোক বরাদ্দ	০.২	০.৩	০.১	০.০	০.১
অন্যান্য	০.৬	০.৪	০.২	৩.০	১.২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫.০	৪.৭	৪.০	৩.৩	৩.১

উৎস ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.১২ বিগত অর্থবছরসমূহে ভর্তুকি ও ট্রান্সফার খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। নতুন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু এবং বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ট্রান্সফার খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পেনশন ও অবসর ভাতাও ট্রান্সফার খাতের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান, যার কারণে ট্রান্সফার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে কৃষি (ডিজেল, সার, বিদ্যুৎ, বীজ ইত্যাদি) ও রপ্তানী খাতে ভর্তুকির কারণে ভর্তুকি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরসমূহে ভর্তুকির প্রধান প্রধান খাতসমূহ সারণি ৪.৪ এ উল্লেখ করা হলঃ

সারণি ৪.৪ ঃ ভর্তুকির প্রধান প্রধান খাতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

ভর্তুকির খাতসমূহ	২০০৫-০৬ সংশোধিত বাজেট	২০০৬-০৭ সংশোধিত বাজেট	২০০৭-০৮ সংশোধিত বাজেট	২০০৮-০৯ সংশোধিত বাজেট	২০০৯-১০ সংশোধিত বাজেট
খাদ্য	৪.৯৬	৬.৯৯	৭.৩৬	১০.১৬	৯.৮৪
কৃষি	৬.০০	১০.৪১	৩৯.০০	৫৭.৮৫	৪২.০০
রপ্তানী	৫.০২	৭.০০	১১.৭০	১২.০০	১৭.০০
অন্যান্য	০.২৩	৬.৩২	০.১৫	০.৬৪	৩.৫০
জ্বালানী (বিপিসি)	-	৬.০০	৭৫.২৩	১৫.০০	৯.০০
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	৬.০০	৯.৮১	১২.০০
মোট ভর্তুকি	১৬.২১	৩৬.৭২	১৩৯.৪৪	১০৫.৪৬	৯৩.৩৪
মোট রাজস্ব বাজেটের শতকরা অংশ					
খাদ্য	১.৩৩	১.৫৭	১.২৮	১.৫১	১.২৯
কৃষি	১.৬২	২.৩৪	৬.৮০	৮.৬২	৫.৫০
রপ্তানী	১.৩৫	১.৫৭	২.০৩	১.৭৯	২.২৩
অন্যান্য	০.০৬	১.৪২	০.০৩	০.১০	০.৪৬
জ্বালানী (বিপিসি)	-	১.৩৫	১৩.১০	২.২৩	১.১৮
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	১.০৪	১.৪৬	১.৫৭
মোট ভর্তুকি	৪.৩৬	৮.২৫	২৪.২৮	১৫.৭১	১২.২৩

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.১৩ সারণি ৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে ভর্তুকির অংশ প্রায় ১২.২৩ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৩.৪৮ শতাংশ কম। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাস পাবার ফলে বিগত দুই বছরে জ্বালানী তেল বাবদ প্রদেয় ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস পেলেও অন্যান্য খাত যেমন, খাদ্য, কৃষি, রপ্তানি ইত্যাদি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানী খাতে দেয় ভর্তুকি বাদে ২০১০ অর্থবছরে প্রদেয় ভর্তুকির পরিমাণ প্রায় ৮৪.৩৪ বিলিয়ন টাকা, যা ২০০৯ অর্থবছরে ছিল ৯০.৪৬ বিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ জ্বালানী খাতে দেয় ভর্তুকি বাদে ২০১০ অর্থবছরে মোট ভর্তুকি প্রায় ৬.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের ভর্তুকি কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটা দারিদ্র্য বান্ধব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কৃষি (সার, বীজ এবং অন্যান্য উপকরণসহ), জ্বালানী এবং খাদ্য বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি প্রধানত সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করেই দেয়া হয়, যারা এসব দ্রব্যের উচ্চ মূল্যজনিত কারণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সারণি ৪.৫ ঃ প্রধান প্রধান ট্রান্সফার উপাদানসমূহ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর)

(মোট স্থানান্তরের (Transfer) শতকরা অংশ হিসেবে)

খাত	২০০৫-০৬ সংশোধিত	২০০৬-০৭ সংশোধিত	২০০৭-০৮ সংশোধিত	২০০৮-০৯ সংশোধিত	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ বাজেট
মোট স্থানান্তর (জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে)	১.৭	১.৭	১.৯	২.৩	২.৪	১.৮
সাধারণ মঞ্জুরী	৩.৮	৩.৬	৩.৩	১.৫	২৫.৬	২২.৯
শিক্ষকদের এমপিও	৩৯.৭	৩৭.০	৩৩.০	২১.৯	২৯.৪	৩৬.১
ভিজিডি	৪.৫	৪.৫	৭.১	৫.৩	৩.৬	৪.১
ভিজিএফ	৩.৮	৫.৭	৮.৪	১০.৭	৬.৭	৯.৮
টিআর	৫.৬	৫.১	৬.১	৯.০	৬.৫	৭.৫
জিআর	১.০	১.৫	১.৭	১.৪	১.০	১.৪

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.১৪ সারণি ৪.৫ থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরসমূহে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ট্রান্সফারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রান্সফারের প্রধান খাত হল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন বাবদ ব্যয়, যা মোট স্থানান্তরের প্রায় ৩৬.১ শতাংশ। তবে ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর এবং জিআর খাতের মোট পরিমাণও উল্লেখযোগ্য

(মোট ট্রান্সফারের প্রায় ২২.৮ শতাংশ)। সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব কর্মসূচি প্রধানত সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করেই পরিচালিত হয়। কাজেই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সরকার দারিদ্র্য বান্ধব ব্যয়ের প্রতি যথেষ্ট সচেতন, যা আমাদের দাতাগোষ্ঠীরও একটি অন্যতম দাবী।

৪.১৫ ২০০৪ - ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে সুদ পরিশোধের হার জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৮ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ছিল প্রায় ১.১৬ যা ২০০৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২.৫। সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈদেশিক ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ অধিক।

৪.১৬ ২০০৪ থেকে ২০০৯ অর্থবছরে বেতন ও ভাতা খাতে ব্যয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মোটমুটি একই পর্যায়ে ছিল। ২০০৭ অর্থবছরে বেতন ও ভাতা খাতে ব্যয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে জিডিপি'র ২.৭২ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। ব্যয়ের এ উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর। সর্বশেষ বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় আগামী অর্থবছরে বেতন ও ভাতা খাতে ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাবে। সেবা পরায়ন, দক্ষ এবং জনমুখী প্রশাসন নিশ্চিতকরণে উচ্চ বেতন কাঠামো একটি পূর্বশর্ত হলেও অন্যান্য দেশের সরকারি কর্মচারিদের বেতনের তুলনায় বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারিদের বেতন বেশ কম। কম আকর্ষণীয় বেতন কাঠামোর কারণে মেধাবী এবং দক্ষ চাকুরী প্রত্যাশীরা সরকারি চাকুরীতে প্রবেশে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে।

সরকারি ব্যয়ের কর্মকৃতি

৪.১৭ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক পরিমাণ সরকারি ব্যয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নত দেশসমূহে সরকারি ব্যয় গড়ে জিডিপি'র প্রায় ২০ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে এ হার প্রায় ১৫ শতাংশ। তবে লক্ষ্যণীয় যে ব্যয়-জিডিপি অনুপাত কম হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বাজেট বাস্তবায়নের হার কম, যা দ্বারা বোঝা যায় যে প্রাক্কলনের তুলনায় আমাদের অর্জন কম। লেখচিত্র ৪.১ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ অর্থবছর ব্যতীত ২০০৪ থেকে ২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে প্রতি অর্থবছরেই মূল বরাদ্দের তুলনায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রকৃত হার কম (প্রায় ৯০ শতাংশ)। ২০০৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নের হার বেশী হয়েছে প্রধানতঃ অনুন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের হার বেশী হওয়ায়। অনুন্নয়ন বাজেটের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার অনেক কম। তবে সরকার এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে ২০১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অর্থ বিভাগ কর্তৃক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি বাজেট বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়নের হার ত্বরান্বিত করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

লেখচিত্র ৪.১ সরকারি ব্যয়ের বাস্তবায়ন (২০০৪-২০০৯ অর্থবছর)

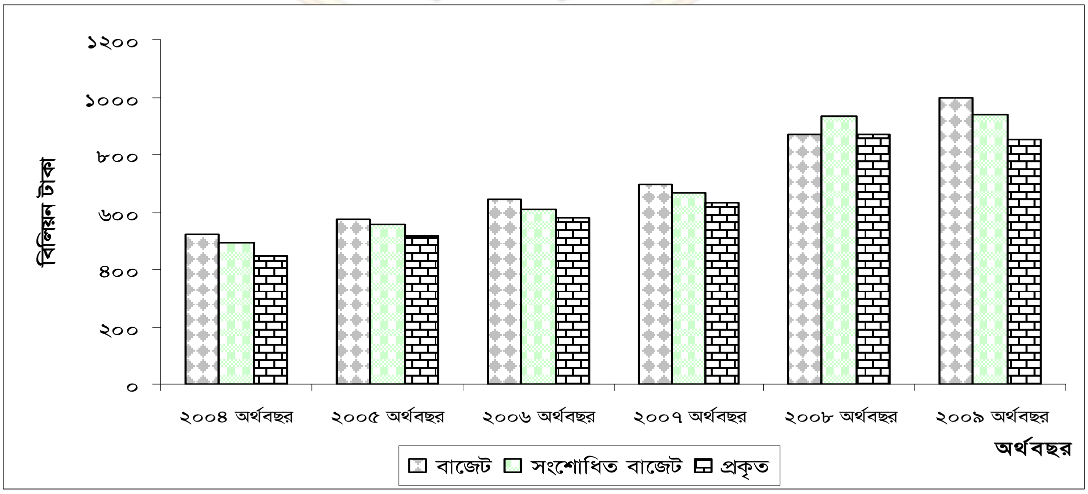

ব্যয় বাস্তবায়ন ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

৪.১৮ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহকে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও বিগত বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক নয় (লেখচিত্র ৪.২, সারণি ৪.৬)। উক্ত সময়ে অনুন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে।

লেখচিত্র ৪.২ এডিপি বাস্তবায়ন (২০০৪-২০০৯ অর্থবছর)

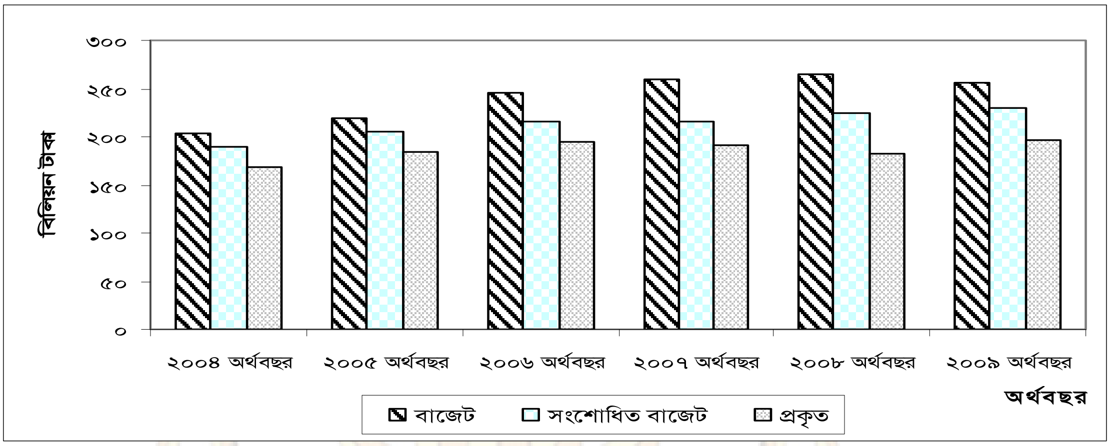

৪.১৯ লেখচিত্র ৪.২ হতে দেখা যায় যে, ২০০৪-২০০৯ অর্থবছর সময়ে মূল বরাদ্দের তুলনায় এডিপি বাস্তবায়নের হার হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৪.৬ থেকেও এটা দেখা যায় যে ২০০৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার সর্বাধিক হয়েছে (৮৪.০ শতাংশ) এবং ২০০৮ অর্থবছরে তা সর্বনিম্ন (৬৮.৯ শতাংশ) হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিশেষ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আর এ প্রেক্ষাপটেই সরকার ২০১০ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি বরাদ্দ গত অর্থবছরের ২৩,০০০ কোটি টাকা থেকে ৭,৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩০,৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে।

৪.২০ এডিপি বাস্তবায়নের হার কম হওয়ায় তা সরকারি বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে এডিপি বরাদ্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যয়ের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ, অর্থবছরের শুরুতেই বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, এডিপি বাস্তবায়নের হার কম হলে সেক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা ইত্যাদি। এছাড়াও সম্প্রতি সরকার প্রতি একনেক সভায় দু'টি বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এসব পদক্ষেপের ফলে এডিপি বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে।

সারণি ৪.৬ ঃ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি (২০০৪ থেকে ২০০৯ অর্থবছর)

বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
বাজেট	২০৩.০	২২০.০	২৪৫.০	২৬০.০	২৬৫.০	২৫৬.০
সংশোধিত বাজেট	১৯০.০	২০৫.০	২১৫.০	২১৬.০	২২৫.০	২৩০.০
প্রকৃত	১৬৭.৯	১৮৪.৯	১৯৪.৬	১৯১.১	১৮২.৭	১৯৩.৫
মূল বরাদ্দের তুলনায় বাস্তবায়ন হার (%)	৮২.৭	৮৪.০	৭৯.৪	৭৩.৫	৬৮.৯	৭৬.৫

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যয় বাস্তবায়ন ঃ রাজস্ব বাজেট

৪.২১ সাম্প্রতিক সময়ে মোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেটের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত বরাদ্দের পাশাপশি অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০২ অর্থবছরের পর থেকে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে উন্নয়ন এবং অনুনয়ন বাজেটের ব্যয়ের পার্থক্য প্রায় ৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেটের বাস্তবায়নের হারেও সাম্প্রতিক সময়ে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। সারণি ৪.৭ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৪ অর্থবছরে মূল বরাদ্দের তুলনায় অনুন্নয়ন বাজেটের প্রকৃত ব্যয় প্রায় ৮৭.১ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১১৩.২ শতাংশে উপনীত হয়েছে।

সারণি ৪.৭ ঃ অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি (২০০৪ থেকে ২০০৯ অর্থবছর)

বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
বাজেট	৩১৬.৮	৩৫২.৫	৩৯৮.৮	৪৩৭.৪	৬০৬.৪	৭৪৩.৬
সংশোধিত বাজেট	৩০৩.৭	৩৫১.৩	৩৯৫.৬	৪৫২.৪	৭১১.১	৭১১.৪
প্রকৃত	২৭৬.০	৩৩৩.৪	৩৮৬.১	৪৪২.০	৬৮৬.৩	৬৫৫.১
মূল বরাদ্দের তুলনায় বাস্তবায়ন হার (%)	**৮৭.১**	**৯৪.৬**	**৯৬.৮**	**১০১.০**	**১১৩.২**	**৮৮.১**

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.২২ বেতন ও ভাতা, মেরামত ও সংরক্ষণ, সুদ পরিশোধ, ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা, পেনশনসহ সামাজিক নিরাপত্তা, চলতি স্থানান্তর ইত্যাদি খাতে ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে অনুন্নয়ন বাজেটে ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন প্রদান (এমপিও) ইত্যাদি কারণেও সাম্প্রতিক সময়ে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা গাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরিত হবার ফলে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে নতুন বেতন স্কেলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু হলে সরকারি ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাবে।

সরকারি রাজস্ব

৪.২৩ অধ্যায় ৩ এ অভ্যন্তরীণ রাজস্বের গুরুত্ব এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাজস্ব আহরণে সরকারের প্রচেষ্টার ফলাফল ৩নং অধ্যায়ে উঠে এসেছে। সরকারের ব্যয় ও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের মধ্যে পার্থক্যই হলো ঘাটতি, যা অর্থায়ন করা প্রয়োজন।

অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪.২৪ সরকারের বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য বা ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য রাজস্ব নীতিতে আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য কমিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের বাজেট ভারসাম্যে যে ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) দেখা দেয় তা অর্থায়ন করা হয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং বৈদেশিক অনুদান দ্বারা। অধিকন্তু, সরকারি অর্থের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার অথবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার, বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা, আন্তঃপ্রজন্ম সমতা নিশ্চিত করা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন সাধন এবং বাজেট প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য সরকার ৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন - ২০০৯' (২০০৯ সালের ৪০ নম্বর আইন) শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। উক্ত আইনের ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নোক্ত উপায়ে পরিচালিত হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ক) সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নতি সাধন এবং বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

খ) সরকার সুষ্ঠু আর্থিক ও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং ঋণের স্থিতি পরিশোধযোগ্য সীমার মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করবে

- অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে উক্ত উৎস হতে সংগৃহীত বার্ষিক ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টিজনিত প্রচ্ছন্ন দায় (contingent liability) ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা; এবং
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদের শতকরা অংশ হিসেবে প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা।

গ) দৈনন্দিন নগদ অর্থের চাহিদা পূরণ করার জন্য সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত সীমার মধ্যে উপায়-উপকরণ অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবে এবং উপায়-উপকরণ অগ্রিম গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অতিরিক্ত অর্থ ওভারড্রাফট হিসেবে গ্রহণ ব্যতিত সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কোন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না

ঘ) উপ ধারা (৩) এ যাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রাইমারী সিকিউরিটিজসমূহ যেমন ট্রেজারী বিল, বন্ড প্রভৃতি ক্রয় করতে পারবে

ঙ) সরকার বার্ষিক বাজেট ঘাটতির সীমা, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ, গ্যারান্টিজনিত প্রচ্ছন্ন দায়, সরকারি ঋণের আকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাইমারী সিকিউরিটি ক্রয়ের সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

২০০৯ সালের ৪০ নং আইনে সরকারের ঋণ গ্রহণের বিধান রয়েছে এবং নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সরকারের গ্যারান্টি প্রদানের সুযোগ রয়েছে ঃ

ঋণ গ্রহণ

ক) সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে

খ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরকারের পক্ষে অন্য কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোনো ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না

গ) নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সাধনের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারবে

- বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য
- কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য
- কোনো সংস্থাকে অন-লেন্ডিং প্রদানের ক্ষেত্রে
- পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অথবা মেয়াদান্তে কোনো ঋণের অর্থায়নের ক্ষেত্রে
- সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে

গ্যারান্টিঃ অর্থ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সরকারের পক্ষে কোনোরূপ গ্যারান্টি প্রদান করতে পারবে না।

৪.২৫ ২০০৯ সালের ৪০ নং আইন অনুসরণ করেই সরকার বর্তমানে কুশলী ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতি বজায় রেখেছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ঋণ গ্রহণের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা। বাংলাদেশের ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলী হলঃ (ক) ব্যয় ন্যূনতম রাখা (খ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝুঁকি সীমিত রাখা (গ) প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ঋণের উৎস বহুমুখীকরণ এবং (ঘ) স্বল্পমেয়াদি ঋণের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণের প্রতি অধিক আন্তরিক হওয়া।

৪.২৬ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের কোনো দালিলিক রূপ না থাকলেও মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশলের আওতায় ঋণ গ্রহণের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে থাকে। দেশে বর্তমানে একটি অন্তর্নিহিত ঋণ কৌশল বিদ্যমান রয়েছে যার আওতায় সুবিধাজনক শর্তে বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উক্ত অন্তর্নিহিত ঋণ কৌশল এর পর্যায়সমূহ নিম্নরূপঃ

- সুবিধাজনক বৈদেশিক সূত্রের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা
- জনগণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ
- বাজার উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ

এসব উদ্দেশ্যাবলীর প্রতিফলন ঘটিয়ে সরকারের নীট ঋণ গ্রহণ ২০১০ অর্থবছরের জন্য জিডিপি'র ৪৪.৮ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ৪২ শতাংশে উপনীত হবে।

বক্স ১. সার্বভৌম ঋণমান ও বাংলাদেশ

সার্বভৌম ঋণমান ব্যক্তি, কর্পোরেশন এমনকি একটি দেশের ঋণ গ্রহণের যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করে। ঋণমান হচ্ছে একটি সার্বভৌম সত্তা অর্থাৎ একটি জাতীয় সরকারের ঋণমান। এটি একটি দেশের বিনিয়োগ পরিবেশের ঝুঁকির মাত্রাকে নির্দেশ করে এবং বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ এই নির্দেশকটি ব্যবহার করে থাকে। ঋণের ঝুঁকির বিষয়ে ঋণমান একটি গ্রহণযোগ্য (Forward Looking) বিকল্প। ঋণমান না থাকার ফলে বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন দেশ এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ প্রাপ্যতা বাধাগ্রস্থ হয়। এর মাধ্যমে ঋণযোগ্যতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের ওপর বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের তাগিদ ছিল। সে অনুসারেই সরকার দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান Standrad & Poor' এবং Moody's Investment Service কে বাংলাদেশের ঋণযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নিয়োগ করে। ৫ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে S&P তার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং বাংলাদেশকে BB- হিসেবে Ranking করে এবং ১২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে Moody's বাংলাদেশকে Ba3 হিসেবে Ranking করে তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উভয় ঋণমানে বাংলাদেশকে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতায় যেমন একটি ভালো অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে ক্রমাগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাবনাকেও প্রতিফলিত করেছে। বাংলাদেশের ইতিবাচক ঋণমানের সম্ভাব্য প্রভাব নিম্নরূপ হতে পারেঃ

- বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থা থেকে আর্থিক সহায়তায় প্রবেশাধিকার;
- অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে এবং কম সুদ হারে ঋণ প্রাপ্তি;
- পণ্য এবং সেবার জন্য স্বল্প আমদানি বিল;
- দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প সহায়তা;

ঋণ মূল্যায়নটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের ঋণ-প্রাপ্তি যোগ্যতার তুলনার পথকে সুগম করেছে। Moody's রেটিং বাংলাদেশকে ফিলিপাইন, ভিয়েতমান এবং তুরস্কের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দক্ষিণ এশিয় প্রেক্ষাপটে S&P এবং Moody's রেটিং উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার চেয়ে ভাল।

অর্থায়নের প্রক্ষেপণ

৪.২৭ বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থায়নের হার ২০০৯-১০ অর্থবছরের জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি উন্নীত হবে এবং পরবর্তী বছরসমূহে (২০১০-১১ এবং ২০১১-১২) তা এ হারের কাছাকাছি অবস্থান করবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে উচ্চ বিনিয়োগ, পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েকে চার লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর আওতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় বেতন স্কেলের পূর্ণ বাস্তবায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের কাজ শুরু হবে বিধায় ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে এরূপ ঘাটতির পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

৪.২৮ বাজেট ঘাটতি পূরণের অর্থায়ন ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে বৈদেশিক অনুদান ও সহজ শর্তে প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতি অর্থায়ন করাই সরকারের কৌশল। তাই গড়ে জিডিপি'র ২ শতাংশ বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে যাতে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য অভ্যন্তরীণ মার্কেটে তারল্যবস্থা বজায় রাখা যায়। সাইক্লোন সিডর এবং আইলা পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জরুরি সহায়তা পাওয়ায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৈদেশিক উৎসের অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগ খাতে বেশকিছু বৃহৎ

আকারের প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নতুন তহবিল প্রাপ্তির সম্ভাবনার আলোকে ২০১১-১২ অর্থবছরে বৈদেশিক উৎসের অর্থায়ন আরো বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৪.২৯ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হয়, যা এযাবত কালের মধ্যে সর্বোচ্চ। কিন্তু বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার প্রভাবে আমদানীকৃত পণ্যের দাম কমে যাবার ফলে আশা করা হচ্ছে ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ হার দ্রুত জিডিপি'র ২.৫ শতাংশে নেমে আসবে। এতে সার্বিকভাবে সরকারের রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের পরিমাণ কমে যাবে।

সারণি ৪.৮ঃ বাজেট ঘাটতি এবং তার অর্থায়ন

(বিলিয়ন টাকা)	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ প্রাক্কলন	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ	২০১২-১৩ প্রক্ষেপণ	২০১৩-১৪ প্রক্ষেপণ	২০১৪-১৫ প্রক্ষেপণ
মোট অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা	২৩৯.৩	৩৪৩.৬	৩১০.৪	৩৯৩.২	৪১৫.২	৪৩১.৩	৪৭৯.১	৫১৭.৭
জিডিপি'র শতাংশ	৩.৯	৫.০	৪.৫	৫.০	৪.৭	৪.৩	৪.২	৪.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	৪৬.৬	১৩৮.০	১৩৭.১	১৫৬.৪	১৮৬.৪	২০১.৬	২২৯.৩	২৪৭.২
জিডিপি'র শতাংশ	০.৮	২.০	২.০	২.০	২.১	২.০	২.০	১.৯
ঋণ	৭২.১	১৩২.২	১৪৪.৯	১৫৯.৭	১৮৫.৫	২০০.৬	২২৮.১	২৪৫.৯
অনুদান	২১.১	৫১.৩	৩৭.৪	৪৮.১	৫৮.৩	৬৬.২	৭৫.৩	৮৫.৪
ঋণ পরিশোধ	৪৬.৭	৪৫.৪	৪৫.২	৫১.৩	৫৭.৪	৬৫.২	৭৪.১	৮৪.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১৯২.৬	২০৫.৬	১৭৩.৩	২৩৬.৮	২২৮.৮	২২৯.৭	২৪৯.৮	২৭০.৫
জিডিপি'র শতাংশ	৩.১	৩.০	২.৫	৩.০	২.৬	২.৩	২.২	২.১
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ	১৩৭.৯	১৬৭.৬	৮৬.৬	১৫৬.৮	১৫৯.০	১৭০.৫	১৯৩.৯	২২০.০
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণ	৫৪.৭	৩৮.০	৮৬.৬	৮০.০	৬৯.৮	৫৯.২	৫৫.৯	৫০.৫

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ঋণের ব্যয়

৪.৩০ ঋণ গ্রহণের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি সরকারের রাজস্ব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ সহজ শর্তে বাহ্যিক উৎস থেকে পাওয়া যায়। এ কারণে অদ্যাবধি গৃহীত ঋণের পরিমাণ মোট পুঞ্জীভূত ঋণ ও জিডিপির অংশের তুলনায় পৃথিবীর অনেক দেশে অপেক্ষা কম। কিন্তু ঋণের পরিমাণ কম হলেও জিডিপি'র অংশ হিসেবে মোট রাজস্ব ও ব্যয় নিম্ন পর্যায়ে থাকায় তুলনামূলকভাবে ঋণের ব্যয় বেশী বলে প্রতীয়মান হয়। এজন্যে সরকারের আত্মতৃপ্তির কোন কারণ নেই।

৪.৩১ বর্ধিত বাজেট ঘাটতিসহ বিকাশমান নতুন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন বাহ্যিক উৎসসমূহ থেকে জিডিপি'র তুলনায় হ্রাসকৃত সুদে ঋণ গ্রহণকে সংকুচিত করে ফেলেছে যা আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বেশী মূল্যে ঋণ গ্রহণের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল করে তুলেছে। এতে করে মোট ঋণ ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদ পরিশোধের হার ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর মেয়াদে জিডিপি'র ২.৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ৪.৯)। মোট ব্যয়ের অনুপাত হিসেবে সুদ পরিশোধ ব্যয় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১২.১ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৩.৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.৯ঃ ঋণ পরিশোধ ব্যয়

	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ প্রাক্কলন	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ	২০১২-১৩ প্রক্ষেপণ	২০১৩-১৪ প্রক্ষেপণ	২০১৪-১৫ প্রক্ষেপণ
মোট ঋণ পরিশোধ	১৫১.৮	১৪৬.৫	১৪৭.১	২০৩.২	২২০.৭	২৩৯.৫	২৭১.৮
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	১৩৮.৪	১৩২.৬	১৩২.৭	১৮৫.৫	২০০.৬	২১৬.৭	২৪৫.৯
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৩.৪	১৩. ৯	১৪.৪	১৭.৭	২০.৬	২২.৮	২৫.৯
মোট ঋণ পরিশোধ জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে	২.৫	২.১	১.৯	২.৩	২.২	২.১	২.১

	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ প্রাক্কলন	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ	২০১২-১৩ প্রক্ষেপণ	২০১৩-১৪ প্রক্ষেপণ	২০১৪-১৫ প্রক্ষেপণ
মোট ঋণ পরিশোধ মোট রাজস্ব'র শতাংশ হিসেবে	২৩.৭	১৮.৪	১৫.৮	১৮.৪	১৬.৮	১৫.৪	১৪৯
মোট ঋণ পরিশোধ মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে	১৭.২	১৩.৩	১১.১	১৩.৪	১২.৬	১১.৮	১১.৬

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পুঞ্জীভূত ঋণ (Debt Stock) এবং ঋণ ধারণক্ষমতা (Debt Sustainability)

৪.৩২ জুন ২০০৯ এর শেষে এসে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২৭৬৯.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১২৭৪.১ বিলিয়ন টাকা (মোট ঋণের ৪৬.০%) এবং অবশিষ্ট ১৪৯৫.২ বিলিয়ন টাকা (মোট ঋণের ৫৪.০%) বৈদেশিক ঋণ। সাম্প্রতিক বছরসমূহে মোট ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎসের অংশ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৩৩ ঋণস্থিতির ধারণক্ষমতা নিরূপণ করা হয় জিডিপি'র শতকরা হারে ঋণের স্থিতির অনুপাত বিবেচনা করে। তাছাড়া, বৈদেশিক ঋণের তুলনায় বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের অনুপাত এবং রপ্তানি আয়ের শতাংশ হিসেবে সুদ পরিশোধ ইত্যাদি নির্দেশকের ভিত্তিতেও কোন দেশের ঋণস্থিতি ধারণক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ঋণস্থিতি ধারণক্ষমতা কিছুটা সুসংহত হয়েছে যেহেতু জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণের হার ২০০৭ অর্থবছরের ৪৯.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৯ অর্থবছরে ৪৫.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ ধারা ২০১১-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মোট ঋণের বৃহৎ অংশ বৈদেশিক ঋণ বিধায় এটি সহজ শর্তে পাওয়া যাওয়ায় ঋণ ধারণক্ষমতা যথেষ্ট সুসংহত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ এবং সুদ পরিশোধ ২০১০ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে ২০১৫ অর্থবছরে এ হার ৩.৯ শতাংশে নেমে আসবে (সারণী ৪.১০)।

সারণি ৪.১০ঃ ঋণ ধারণক্ষমতা

	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১ প্রাক্কলন	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ	২০১২-১৩ প্রক্ষেপণ	২০১৩-১৪ প্রক্ষেপণ	২০১৪-১৫ প্রক্ষেপণ
মোট ঋণ	২৭৬৯	৩০৪২	৩৩৮৮	৩৭৪৪	৪১১০	৪৫১৩	৪৯৪৬
জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে	৪৫.০	৪৪.১	৪৩.৪	৪২.৪	৪১.০	৩৯.৬	৩৮.২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১২৭৪	১৪৪৭	১৬৮৪	১৯১৩	২১৪৩	২৩৯৩	২৬৬৩
জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে	২০.৭	২১.০	২১.৬	২১.৭	২১.৪	২১.০	২০.৬
বৈদেশিক ঋণ	১৪৯৫	১৫৯৫	১৭০৩	১৮৩১	১৯৬৭	২১২১	২২৮৩
জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে	২৪.৩	২৩.১	২১.৮	২০.৭	১৯.৬	১৮.৬	১৭.৬
বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ	৬০.১	৫৯.৩	৬৫.৭	৭৫.১	৮৫.৩	৯৭	১১০
মোট রপ্তানি আয়ের শতাংশ হিসেবে	৫.০	৪.৫	৪.৩	৪.২	৪.১	৪.০	৩.৯
বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ	১৩.৪	১৩.৯	১৪.৪	১৭.৭	২০.১	২২.৮	২৫.৯
মোট রপ্তানি আয়ের শতাংশ হিসেবে	১.১	১.১	০.৯	১.০	১.০	০.৯	০.৯

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রচ্ছন্ন দায় (Contingent Liability)

৪.৩৪ প্রচ্ছন্ন দায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সরকার যে নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদান করে তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আর্থিক ঝুঁকি প্রতিফলিত হয়। প্রচ্ছন্ন দায় সরকারের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ ঝুঁকি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে যদি ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে নিশ্চয়তা দাতা হিসেবে সরকারের কাছে আর্থিক দাবী উত্থাপিত হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রচ্ছন্ন

দায়সমূহ পৃথক ও আনুষ্ঠানিক চুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রচ্ছন্ন দায়ের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার এবং এর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪.৩৫ সারণি ৪.১১ এ ২০১০ অর্থবছরের প্রচ্ছন্ন দায়ের একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০ অর্থবছরে মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৪.১১ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপি'র ২.২৩ শতাংশ। ২০০৯ অর্থবছরে প্রদর্শিত প্রচ্ছন্ন দায় থেকে বর্তমান অর্থবছরে দায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে ২০১০ অর্থবছরে দুটি বিমানের মূল্য বাবদ বাংলাদেশ বিমানের অনুকূলে সরকারকে গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়েছে।

সারণি ৪.১১ঃ সংস্থাভিত্তিক প্রচ্ছন্ন দায়ের পরিমাণ

সংস্থা	জুন'০৯ পর্যন্ত (বিলিয়ন টাকা)	জুন'১০ পর্যন্ত (বিলিয়ন টাকা)
বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা	৭.৪৩	৬.৩৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৪০.৯৮	০.০০
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৬.২০	২.০০
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা	৩.৯৫	৩.৪৬
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	১১.১২	৩১.৩৫
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানী	২.৫৬	০.০০
বাংলাদেশ সাব-মেরিন ক্যাবল কোম্পানী লি.	০.০০	০.০০
খাদ্য মন্ত্রণালয়	০.১২	০.০০
হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন	১৬.৯৪	০.০০
বিসিআইসি	০.০০	২৭.০০
টিসিবি	০.০০	১.৭৩
আনসার ও ভিডিপি	০.০০	০.২০
বিমান বাংলাদেশ লিমিটেড	০.০০	৭৯.০০
মোট	**৯৯.৩০**	**১৫৪.১১**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ